CINEMA
নিউজ 2 | গসিপ 3
ফিচার 4 | স্টার টক 5

SPORTS
গসিপ 6 | ফিচার 7
স্টার টক 8

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১৬ জুন ২০১৭

বিনোদন

বিনোদনের ক্রোড়পত্র

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

তিনের পাতায়

অসংখ্য প্রেমিকা, তারপরেও যৌন কেলেংকারি?

পাঁচের পাতায়

নিজের লাইফকে এক্সপ্লোর করতে চাই

ছয়ের পাতায়

exclusive

আড্ডা *with* টিম ‘স্বপ্ন শিশির’

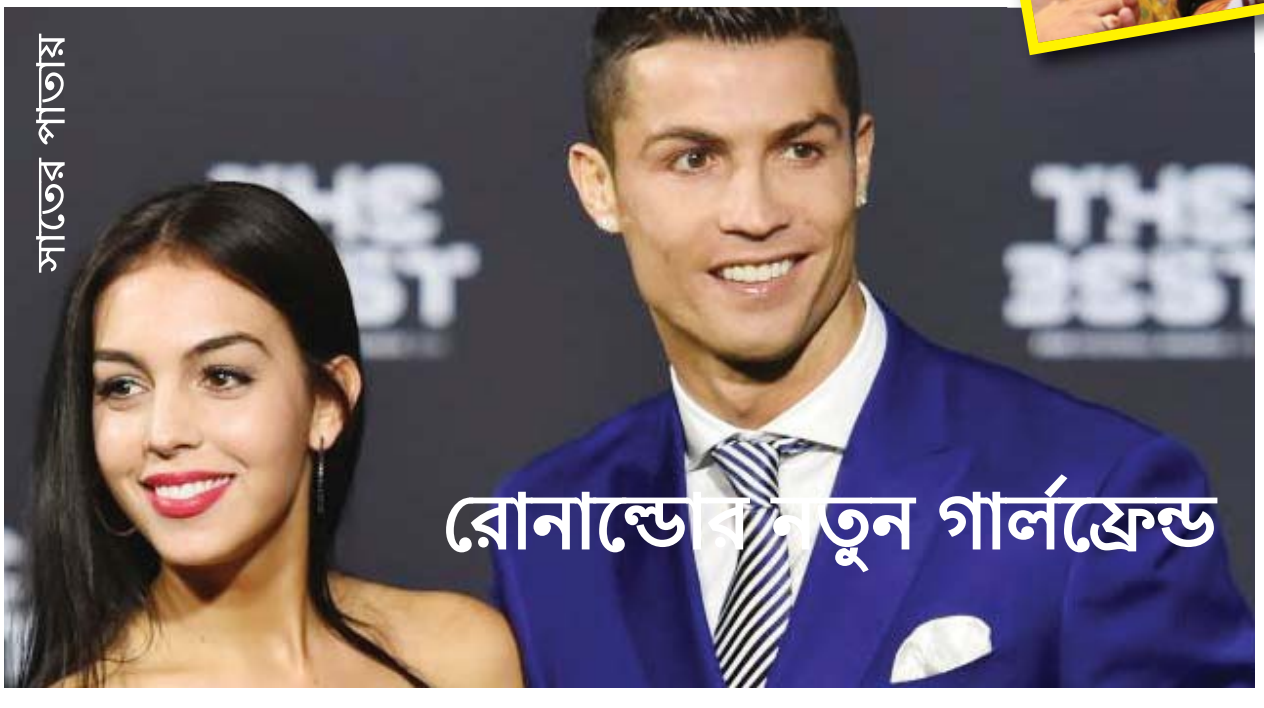

সাতের পাতায়

রোনাল্ডোর নতুন গার্লফ্রেন্ড

আটের পাতায়

অবসর নিলেন ‘রোমান সম্রাট’

Just বিনোদন

যুগশঙ্খ SUPPLI

শুক্রবার, ১৬ জুন ২০১৭

জুলাইয়ে মুক্তি ‘আমি জয় চ্যাটার্জি’

বেশ কয়েকটি থ্রিলার ছবি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন পরিচালক মনোজ মিশিগান। তাঁর এইসব ছবির মধ্যে আছে ‘হ্যালো কলকাতা’, ‘ডামাডোল’ ও ‘৮৯’-এর মতো কিছু থ্রিলার ফিল্ম। এখন তিনি ব্যস্ত তাঁর আপকামিং ছবি ‘আমি জয় চ্যাটার্জি’ নিয়ে। যার মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন আবির চট্টোপাধ্যায়। নিজের ট্যুইটারে ছবির ফার্স্টলুক ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছেন আবির। যেখানে দেখা যাচ্ছে স্যুট পরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। ‘বিসর্জন’-এর পর এই ছবিতে ফের একসঙ্গে দেখা যাবে আবির ও জয়া এহসানের জুটিকে। একজন আত্মকেন্দ্রিক ইগিয়েটিক রূঢ় ব্যবসায়ীর ভূমিকায় আবির। চরিত্রের নাম জয়। যাঁকে ঘিরে পুরো ছবির রহস্য। অত্যধিক আত্মকেন্দ্রিকতা ও নিজেকে ভালোবাসা এতটাই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছয় যে একটা সময় জয় নিজেকে পৃথিবীর সবার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে শুরু করে। তাঁর কাছে অন্যকে ভালোবাসা মানেই ন্যাকামো। এই করতে গিয়ে একদিন সে হারিয়ে যায়। সেদিনই ঘটে আত্ম উপলব্ধি। সে বুঝতে পারে আই এবং আমি দুটোই ক্ষণস্থায়ী। আমিত্বই যে জীবনের কাল সে উপলব্ধি করতে পারে। কলকাতা আর সিকিমের বেশ কিছু অংশে এই ছবির শুটিং হয়। সূত্রের খবর এই ছবিটি জুলাইয়ে মুক্তি পাবে।

‘মম’-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্বামী

সম্প্রতি হয়ে গেল ‘মম’ ছবির ট্রেলার লঞ্চ। আর সেখানেই দেখা গেল বলিউডের বহুলচর্চিত পাওয়ার কাপল বনি কাপুর ও শ্রীদেবীকে। ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে এসে স্বামী বনি তাঁর স্ত্রীয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি অকপটে স্বীকার করে নেন, ‘ম্যাডাম দেখতে দেখতে ৫০ বছর পার করে দিলেন। কিন্তু আমি এখনও ওঁর থেকে জুনিয়র। ৪০ বছর এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত আমি। এটা ওঁর ৩০০তম ছবি আর আমার ৩০। ভাবুন আমার স্ত্রী আমার থেকে কতটা এগিয়ে।’

এক মা ও তাঁর সৎ মেয়েকে নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘মম’। আর এই ছবিতে মমের ভূমিকায় রয়েছেন শ্রীদেবী। ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী এই ছবির শুটিং চলাকালীন কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন সকলের সঙ্গে। তিনি যা বললেন, ‘মম’-এর শুটিং চলাকালীন স্বামী বনি কাপুরের সঙ্গে তাঁর কথা খুব কমই হতো। এই অবস্থা চলেছিল প্রায় গুনে গুনে তিনমাস। সকালে উঠে গুডমর্নিং আর রাতে গুডনাইট— এরই মধ্যে তাদের কথা সীমাবদ্ধ ছিল। শুটিংয়ে নিজের চরিত্রের মধ্যে একেবারে ঢুকে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। শুধু তাই নয়, তিনি ভূয়সী প্রশংসা করলেন ‘মম’-এর পরিচালক রবি উদয়ের। তিনি মনে করেন, পরিচালকের পরিচালনায় ছবিটি বেশ ভালো হয়েছে এবং দর্শকও ছবিটি দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন বলেও তিনি আশাবাদী।

প্রিয়াংকার প্রোডাকশনে ‘বৃষ্টির অপেক্ষায়’

এবার প্রিয়াংকা চোপড়ার প্রোডাকশন ব্যানারে কাজ করতে চলেছেন রাহুল বোস এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘বৃষ্টির অপেক্ষায়’ উপন্যাস থেকে তৈরি হবে এই সিনেমা। পিগি চপসের প্রোডাকশন পার্পল পেবল পিকচার্স সম্প্রতি লেখকের কাছ থেকে চলচ্চিত্র স্বত্বও কিনে নিয়েছে। ভোজপুরি, মরাঠি, পঞ্জাবি বেশ কয়েকটি ভাষায় ছবি করার পর এবার বাংলায় ভাষার দিকে মনোনিবেশ করতে চান পিগি চপস এবং তাঁর মা। দুটি ছবির নাম ঠিক হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। শুধু তাই নয়, বি-টাউনে যাঁরা বাঙালি বংশোদ্ভূত এবং কিছু স্থানীয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এই দুটি ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে। তবে মনে করা হচ্ছে এই দুটি ছবির মধ্যে একটি ছবিতে পিগি চপস অভিনয় করতে পারেন, তাও আবার ক্যামিওর রোলে।

তরুণ রবিকে তাঁর বাবা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রে বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ইংরেজি শেখার জন্য। তখন রবি ঠাকুর এক মারাঠি কিশোরীর প্রেমে পড়েন। গোটা সিনেমার বিষয় এটি। ছবির নাম ‘নলিনী’। ছবিটির পরিচালনার দায়িত্বে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। পার্পল পেবল পিকচার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মধু চোপড়া ওরফে প্রিয়াংকা চোপড়ার মা সম্প্রতি ৭০তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে এই বিষয়ে জানালেন। তিনি আরও জানান যে রবি ঠাকুরের ওই তরুণ বয়সের অভিনয়ের জন্য ইতিমধ্যে অভিনেতা বাছা হয়ে গেছে। তরুণ বয়সের চরিত্রে দেখা যাবে জিশু সেনগুপ্তকে। তাঁদের এই প্রোডাকশন রিজিওনাল ছবিগুলোকে তুলে ধরতে চায় বলে জানান মধু চোপড়া।

সায়েন্টিস্টের ভূমিকায় ঋতুপর্ণা

সুজিত মণ্ডলের আগামী ছবি ‘অন্বেষণ’-এ ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে দেখা যাবে সায়েন্টিস্টের ভূমিকায়। যিনি লন্ডন থেকে কলকাতায় আসবেন কলকাতার বস্তি কালচার নিয়ে থিসিস কমপ্লিট করতে। কলকাতায় এসে বস্তির মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। বস্তিবাসীদের জন্য তিনি ভাবতে শুরু করেন এবং নানা রকম কাজও করেন। হঠাৎ তাকে পড়তে হয় গুণ্ডাদের কবলে। এখান থেকেই গল্পের টার্নিং পয়েন্ট। এই সমস্ত জাল থেকে বেরিয়ে তিনি কি পারবেন নিজের স্বপ্নপূরণ করতে?

নতুন এই চরিত্র নিয়ে বেশ এক্সাইটেড ঋতুপর্ণা। ঋতুপর্ণার বিপরীতে ছবিতে অভিনয় করছেন নবাগত রণজয় বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়াংকা সরকার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, তুলিকা বসু, অঞ্জনা বসু।

চিনে দঙ্গল-বাহুবলী লড়াই

চিনের মাটিতে ‘দঙ্গল’-এর সাফল্যের কথা অনেকেরই জানা। আমির খানের এই ছবি সে-দেশের সিনেমার ইতিহাসে নয়া নজির সৃষ্টি করেছে। চিনে মুক্তি পাওয়া ৩৩তম ছবি ‘দঙ্গল’ যার বক্স অফিস কালেকশন ভারতীয় মুদ্রায় সাড়ে ন’শো কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা করেছে। এরফলে চিনের সিনেমার ইতিহাসের এক্সক্লুসিভ ক্লাবে ঢুকে গেল ‘দঙ্গল’-এর নাম। ‘দঙ্গল’-এর এই সাফল্য বলিউডের কাছে বিদেশি মুদ্রা আয়ের এক অসাধারণ পথ খুলে দিয়েছে।

এদিকে রক্ষণশীলতার বেড়াজাল ভেঙে ভালো বিদেশি সিনেমাকে স্বাগত জানাতে নিয়মে বেশ কিছু বদল আনতে চলেছে বেজিংয়ের শাসকরা। এখন থেকে বছরে ৩৪টি বিদেশি ছবি দেখানোর যে নিয়ম চিনে রয়েছে, তাতে সামান্য পরিবর্তন করেছে চিন। ফলে এবার থেকে থেকে সেখানে দু’টি ভারতীয় ছবি নয়, বছরে চারটি ভারতীয় ছবি দেখানো হবে। আর এই সযোগটাকে কোনও ভাবে মিস করতে চায় না টিম বাহুবলী। তাই এবার ‘দঙ্গল’কে টক্কর দিতে চিন পাড়ি দিচ্ছে ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন’। এখন দেখার চিনের মন জেতার দৌড়ে এগিয়ে থাকে কে?

কঙ্গনাকে আইনি নোটিস কেতনের

পরিচালক কেতন মেহতা কঙ্গনাকে একটি আইনি নোটিস পাঠিয়েছেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই নিয়ে তাঁর ছবি হাইজ্যাক করার অভিযোগে। কঙ্গনার আগামী ছবি ‘মণিকর্ণিকা’তে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের জীবনের লড়াই দেখানো হয়েছে। এদিকে ২০১৫ সাল থেকে এই বিষয়টি নিয়ে ছবি করতে চেয়েছিলেন কেতন মেহতা। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে কেতন কঙ্গনার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। কঙ্গনা রাজিও ছিলেন। কিন্তু তারপর আচমকাই তিনি অন্য পরিচালক-প্রযোজকের সঙ্গে মিলে ‘মণিকর্ণিকা’ বানাতে শুরু করেন। এই বিতর্কের উত্তরে কঙ্গনা জানিয়েছেন, তাঁর ছবির সঙ্গে কেতন মেহতার ছবির চিত্রনাট্যের কোনও মিল নেই। এ-বিষয়ে তাঁর আইনজীবী কেতন মেহতার আইনজীবীকে যা জবাব দেওয়ার দিয়েছেন।

টিভিতে বাংলা সিরিয়াল

স্টার জলসা

১৭.৩০ মায়ার বাঁধন
১৮.০০ কুন্দফুলের মালা
১৮.৩০ পটলকুমার গানওয়ালা
১৯.০০ কুসুম দোলা
১৯.৩০ কে আপন কে পর
২০.০০ অগ্নিজল
২০.৩০ স্বপ্ন উড়ান
২১.০০ মিলন তিথি
২১.৩০ ভজ গৌরাঙ্গ
২২.০০ রাখী বন্ধন

জি বাংলা

১৭.০০ দিদি নাম্বার ওয়ান
১৮.০০ রাধা
১৮.৩০ এই ছেলেটা ভেলভেলেটা
১৯.০০ তবু মনে রেখো
১৯.৩০ স্ত্রী
২০.০০ জরোয়ার ঝুমকো
২০.৩০ আমার দুর্গা
২১.০০ বিকেলে ভোরের ফুল
২১.৩০ ছদ্মবেশী
২২.০০ জামাইরাজা

যুগশঙ্খ SUPPLI team
JUST বিনোদন

শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, সুদীপ্ত চৌধুরী, সৌম্য নিয়োগী, রাহুল চক্রবর্তী**

CINEক্যুইজ

‘যুগশঙ্খ’-এর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য চলছে এই জমজমাট সিনে-ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় দেওয়া হচ্ছে চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত একটি ছবি। আপনাকে দিতে হবে সেই ছবির সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব। এক মাসে চারটি ক্যুইজেরই সঠিক জবাব দেবেন যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে দশজনকে। এই দশজন পাবেন ১০০ টাকা করে পুরস্কার। সুতরাং, এখনই একটি সাধারণ পোস্টকার্ডে উত্তর লিখে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। জবাব দিতে পারেন ই-মেইলেও। ই-মেইল ঠিকানা: jugasankha.supplement@gmail.com

পাশের ছবিটি এমন এক বলিউড অভিনেত্রীর যিনি মিস এশিয়া প্যাসিফিক খেতাব জিতেছিলেন। এই নায়িকা ছিলেন বলিউডে দেব আনন্দের আবিষ্কার। ‘হরে রাম হরে কৃষ্ণ’, ‘কুরবানি’, ‘সত্যম শিবম সুন্দরম’ তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম। **কে এই অভিনেত্রী, জবাব দিন আগামী ৩ জুলাইয়ের মধ্যে।**

সিনে ক্যুইজ, জাস্ট বিনোদন
যুগশঙ্খ, ৩২১ শান্তিপল্লি, রাসবিহারী কানেক্টর, কসবা, থার্ড ফ্লোর, দিল্লি পাবলিক স্কুলের কাছে, কলকাতা ৭০০১০৭

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১৬ জুন ২০১৭

অমিতাভের জন্য ড্যানির সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিল পরভিন ববির

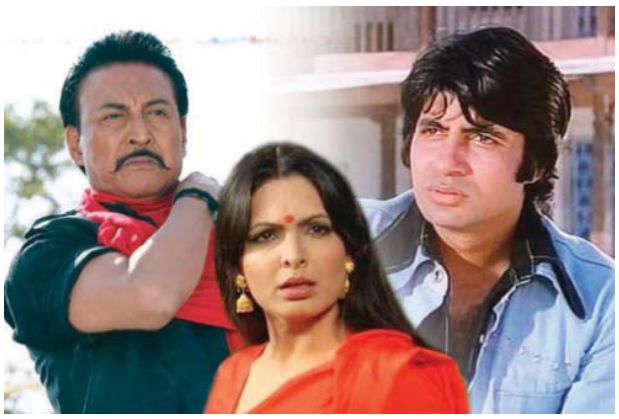

‘৭০-এর দশকে বলিউড কাঁপানো নায়িকা পরভিন ববির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ড্যানি ডেনজংগপার। সেই সময় পর্দায় ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করতেন ড্যানি। এক নায়িকার সঙ্গে ভিলেনের সম্পর্ক হওয়া সেই সময় বেশ অস্বাভাবিক ঠেকেছিল গোটা ইন্ডাস্ট্রির কাছে। এমনকী সেই সময় বছর চারেক লিভ টুগেদারও করেন তাঁরা। এই খবর নিয়ে সেই সময় বলিউডে যে যথেষ্ট আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল, তা প্রায় অনেকেরই জানা। কিন্তু যেটা হয়তো অনেকে জানেন না, সেই ভালোবাসার সম্পর্কে ভাঙন ধরেছিল স্বয়ং অমিতাভ বচ্চনের জন্য।

হ্যাঁ, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে খোলাখুলি তাঁর জীবনের এই প্রেমের অধ্যায়ের কথা বলেছিলেন ড্যানি। বর্তমানে গ্ল্যামার দুনিয়া থেকে অনেকটা দূরেই সরে থাকেন তিনি। মাঝেমধ্যে একটা-দুটো ছবিতে দেখা যায় তাঁকে। নিজের জীবনের সেই উত্তাল সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ড্যানি। তিনি বলেন, আচমকাই তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন পরভিন। কিন্তু তার পিছনে যে-কারণ ছিল, সেটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। ড্যানির বাড়িতে থাকার সময় অমিতাভ বচ্চনের কোনও এক সাক্ষাৎকার পড়েছিলেন পরভিন। সেখানে বিগ বি কোথাও বলেছিলেন ড্যানি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরপরই পরভিন ভাবতে শুরু করেন ড্যানি বিগ বি-র চর। ড্যানি তাঁর খবর সব দিয়ে দেন অমিতাভকে। ফলে বাড়তে থাকে তাঁদের দূরত্ব। এ-কথা তো সকলেরই জানা যে প্যারানয়েড স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন পরভিন ববি। তাই সর্বদাই অনেক তারকা সম্পর্কেই তাঁর মনে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। সেই তারকাদের মধ্যে ছিলেন অমিতাভ বচ্চনও।

ড্যানি ছাড়াও পরভিনের সঙ্গে কবির বেদি, মহেশ ভাটেরও প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তবে জীবনের শেষ সময়ে প্যারানয়েড স্কিৎজোফ্রেনিয়ার কারণে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াননি কেউ। এমনটাই দাবি করেছেন ড্যানি। প্রেম ভেঙে গেলেও, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরভিনের বন্ধু ছিলেন এই ‘ভিলেন’ অভিনেতা। আর এই বন্ধুত্বের কারণেই ড্যানি অন্য মহিলার সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়ানোর পরেও মাঝে মধ্যে আচমকাই তাঁর বাড়িতে হাজির হয়ে বহুবার তাঁকে অস্বস্তিতেও ফেলেছেন পরভিন। যদিও প্রাথমিকভাবে বিরক্ত হলেও অসুস্থ পরভিনকে তাড়িয়ে দেননি তিনি।

সানি লিওনকে বাড়ি-ছাড়া করেন সেলিনা

গত মাসেই ৩৬ বছরে পা রেখেছেন বলিউড তারকা সানি লিওন। বলিউডে আসার আগে তিনি যে মার্কিন নীল ছবির দুনিয়ার তারকা অভিনেত্রী ছিলেন, তা সানি-ভক্তদের সকলেরই জানা। কিন্তু অনেকেই যা জানেন না তা হল, মুম্বইয়ে এসে প্রথমে এক বলিউড অভিনেত্রীর বাড়িতেই ভাড়াটে হিসাবে উঠেছিলেন সানি। কিন্তু ঘরদোর নোংরা করার অভিযোগে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেন বাড়ির মালকিন।

কে সেই নায়িকা, যাঁর ভাড়াটে ছিলেন সানি? তিনি আর কেউ নন, প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া এবং ‘হে বেবি’ কিংবা ‘গোলমাল রিটার্নস’ খ্যাত সেলিনা জেটলি। ২০১১-তে ‘বিগ বস’-এ যোগদানের সূত্রে ভারতের মাটিতে পা রাখেন সানি। তারপর মুম্বইয়েই পাকাপাকিভাবে থাকবেন যখন তিনি স্থির করলেন, তখন প্রথমেই চিন্তা হল, থাকবেন কোথায়। মুম্বইয়ে তারকাদের থাকার মতো বাসস্থান চট করে জোটে না। তাছাড়া ভারতে সানির তখন তেমন বন্ধুবান্ধবও জোটেনি। কিছুটা আলাপ জমেছিল সেলিনা জেটলির সঙ্গে। সেই সেলিনাই প্রাক্তন নীল তারকাকে প্রস্তাব দেন যে, সানি চাইলে সেলিনার অন্ধেরির ফ্ল্যাটটিতে ভাড়াটে হিসাবে থাকতে পারেন। রাজি হয়ে যান সানি। সেলিনার ফ্ল্যাটে ভাড়ার ভিত্তিতে থাকতে শুরু করেন সানি এবং তাঁর স্বামী ড্যানিয়েল ওয়েবার।

কয়েক দিন পর আচমকাই নিজের ফ্ল্যাটে সারপ্রাইজ ভিজিটে যান সেলিনা। গিয়ে চোখ কপালে ওঠে তাঁর। দেখেন, ঘরদোর অসম্ভব নোংরা করে রেখেছেন সানি এবং ড্যানি। বাথরুমে গিয়ে দেখতে পান, মেঝেয় রীতিমতো শেওলা জমেছে। বাড়িতে থাকা সেলিনার পুরনো আসবাবপত্র ঠেলে বারান্দায় পাঠিয়ে দিয়েছেন সানি। এমনকী, সেলিনার অনুমতি না নিয়েই বাড়িতে সিসিটিভি পর্যন্ত বসিয়ে নিয়েছেন সানি।

এ সমস্ত দেখেই খেপে যান সেলিনা। একেবারে আইনি ব্যবস্থা নেন সানির বিরুদ্ধে। সানিকে ঘর ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ নিয়ে আসেন আদালত থেকে। শেষমেশ বাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন সানি আর ড্যানিয়েল।

যৌন কেলেংকারি: কারণ অরল্যান্ডোর মেয়ে-র নেশা

হিরোদের একটু-আধটু ‘মেয়েছেলে’ বিতর্ক থাকে আর কী! হলিউড তারকা অরল্যান্ডো ব্লুমের অনেক কেচ্ছাই প্রকাশ্যে এসেছে। কেচ্ছা বললে ভুল বলা হবে। যৌন কেলেংকারি বলা চলে। তার কারণে হোটেলে ওয়েট্রেসের চাকরি পর্যন্ত গিয়েছে। কিছুদিন আগেই সাম্প্রতিক যৌন কেলেংকারিতে জড়িয়েছেন অরল্যান্ডো ব্লুম। ঘটনাটা প্রকাশ্যে আসার পর কী বললেন? যে ওয়েট্রেসের এসবের জন্য চাকরি গেল, তাঁকে ফোন করে বললেন, ‘আমি দুঃখিত আমাদের মধ্যে যা ঘটেছে তার জন্য।’ তাতে অবশ্য হোটেল কর্তৃপক্ষ ওই ওয়েট্রেসের চাকরি ফিরিয়ে দিচ্ছেন না, যাঁকে নগ্ন অবস্থায় অরল্যান্ডোর রুমে পাওয়া গেল। প্রশ্ন হল, অরল্যান্ডো কি এতদিনের এতগুলো সম্পর্কের শেষে ‘আই অ্যাম স্যরি’ বলেই বেরিয়ে আসেন? কারণ তিনি তো রীতিমতো ‘প্লেবয়’।

ব্রিটিশ অভিনেতা অরল্যান্ডো চিরকালই এসব ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। প্রেম-ভালোবাসা তাঁর একটু বেশিই। ২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত অরল্যান্ডো ডেট করেছেন অভিনেত্রী কেট বসওয়ার্থকে। তারপর পেনেলোপ ক্রুজের সঙ্গে অরল্যান্ডোর লিংক-আপের কথা জানা গেল। পেনেলোপের সঙ্গে লিংক-আপ চলতে চলতেই আবার এসে পড়েন অজি সুপারমডেল মিরান্ডা কের। অরল্যান্ডোর প্রেমিকারা তাঁর চেয়ে বয়সে অনেকটাই ছোট হন। ট্রেন্ড তাই বলছে। যেমন ধরুন সেলেনা গোমেজ। কিংবা ধরুন এই ওয়েট্রেস ভিভিয়ানা। ২১ বছর বয়স মোটে ভিভিয়ানার। আর সেলেনার সঙ্গে যখন প্রেম করছেন, তখন গায়িকার বয়স মেরেকেটে ১৯। সেলেনার ঠিক আগে অরল্যান্ডোর গার্লফ্রেন্ড কনডোলা রাশাদ। আর সেলেনার সঙ্গে ২০১৪-তে ব্রেকআপের পর ২০১৫ সালে তিনি ব্রাজিলিয়ান মডেল লুইসা মোরায়েসের সঙ্গে ডেট করেছেন।

এতকিছুর পর চিলটার্ন ফায়ারহাউস হোটেলের ওয়েট্রেস ভিভিয়ানার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক?

অটো রিকশায় রাখি

আবার খবরের শিরোনামে রাখি সাওয়ন্ত। রাখি বরাবরই হিটলিস্টে থাকেন। কখনও তাঁর বদমেজাজের জন্য আবার কখনও-বা তাঁর কিম্ভুত ফ্যাশন, অতিরিক্ত নাটুকেপনার জন্য। তবে তিনি এবার যা করলেন তাতে তো চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। সম্প্রতি রাখি ঘুরে এলেন দুবাই থেকে। তাঁর এই সফর আগাগোড়াই ছিল নিরামিষ। তবে তাতে একটু নুন ছিটিয়ে দিলেন রাখি নিজেই। এই সফরের বিভিন্ন ভিডিও তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে চলেন প্রতিনিয়ত। আর তাতেই তো কেল্লাফতে। এই সব ভিডিওই রাখিকে আবার নিয়ে এল শিরোনামে। তিনি দুবাইয়ের বাসে বেশ মজা করে চড়ে বেড়িয়েছেন। শুধু কি তাই? আরবি গয়নাগাটি পরে সেজেছেন রূপ কি রানি।

আরবের বিভিন্ন মলে ঘুরে, বিভিন্ন শো-তে পারফর্ম করে তার ভিডিও পোস্ট করলেন ইনস্টাগ্রামে। তবে আরবে যে যে অভ্যেসগুলো তিনি ধরেছিলেন সেগুলো এদেশে এসেও ছাড়তে পারেননি। আর তার প্রমাণ পাওয়া গেল অটো রিকশায় সওয়ারি রাখিকে দেখে। তিনি জানান, তাঁর গাড়ির চালক ছোট্ট একটি দুর্ঘটনা ঘটান। আর তার ফলেই অটোর সওয়ারি তিনি। তাঁর নিজের ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। তাই নিজের গাড়ি ড্রাইভ করতে পারবেন না। মাথায় দুবাই স্কার্ফ, আর মুখে নিজেকেই ‘সন্ত্রাসবাদী’ আখ্যা। নিজেকেই এমন আত্মকৌতুক করেছেন রাখি। তবে এক্ষেত্রে রাখির মতো একজন এন্টারটেইনার তিনি তো অটো রিকশায় না চেপে নিতে পারতেন ট্যাক্সি। এমনই মনে করেন অনেকে। তবে অনেকের কাছে এটা লোকদেখানো। কিন্তু এতে তাঁকে দমাতে কেউ পারবেন না। তিনি জানেন প্রত্যেকের এন্টারটেইনমেন্ট দরকার।

বাইরে শৌচকর্ম না করলে ধর্ষণ কমবে

এখন আর তিনি অ্যাকশন তারকা নন। নন কমেডি তারকাও। এখন তিনি পুরোদস্তর জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ‘ভার্সেটাইল অ্যাক্টর’। যে কোনও ধরনের চরিত্রেই তিনি সফল, সাবলীল। সিনেমার বাইরেও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচয় তিনি রেখেছেন বারবারই। তাঁর উদ্যোগেই শহিদ জওয়ানদের জন্য বিশেষ অনুদান প্রকল্প খোলা হয়েছে। তাঁর অভিনীত এখনকার সিনেমাতেও রয়েছে দেশাত্মবোধের ছাপ। আগামী সিনেমায় তিনি আরও একটি সামাজিক বিষয়কে তুলে ধরতে চাইছেন। তা হল শৌচাগার। এরই সঙ্গে দেশের আরও একটি জ্বলন্ত সমস্যারও সমাধান বাতলে দিলেন তিনি। এবার দেশের বেড়ে চলা ধর্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারও সমাধান বাতলে দিলেন অক্ষয়কুমার।

অক্ষয় জানিয়েছেন, ‘দেশের প্রায় তিরিশ শতাংশ ধর্ষণের ঘটনা এড়ানো সম্ভব যদি মহিলাদের খোলা স্থানে শৌচকর্ম করতে না যেতে হয়। নিজের আগামী ছবি ‘টয়লেট: এক প্রেম কথা’ নিয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকেই একথা জানিয়েছেন খিলাড়ি। সেখানে তিনি আরও বলেন, ‘কেবলমাত্র শৌচালয় তৈরি করলেই হবে না। মানুষের চিন্তাধারাকেও পাল্টাতে হবে। অনেক মহিলারাই বাড়িতে শৌচালয় থাকা স্বত্ত্বেও অভ্যাসবশে খোলা স্থানে, মাঠে-ঘাটে নির্জনে শৌচকর্ম করতে যান। নির্জন স্থানে মহিলাদের একা থাকার সুযোগ নিয়ে থাকে দুষ্কৃতীরা। একটু বাড়তি সচেতনতা অবলম্বন করলে এটা অনেকটাই বন্ধ হওয়া সম্ভব। কারণ, এখন কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগেই বাড়িতে তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে শৌচালয়। এবার দেশের মানুষের উচিত তা ব্যবহার করা।’

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১৬ জুন ২০১৭

সিনেমায় শুধু অভিনয় নয়, সোশ্যাল মেসেজও দিতে চান বরুণ

এখনও পর্যন্ত তাঁর যতগুলো ছবি মুক্তি পেয়েছে, প্রত্যেকটিতেই বক্সঅফিসে অপ্রত্যাশিত সাফল্য পেয়েছে। শুরুটা হয়েছিল করন জোহরের 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার' থেকে। ২০১২ থেকে এখনও পর্যন্ত একটি ছবিও ফ্লপ হয়নি বরুণ ধাওয়ানের। স্বাভাবিকভাবেই এখন সমাজের প্রতি দায়িত্ব অনুভব করতে শুরু করেছেন তরুণ প্রজন্মের এই নায়ক। আর তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সমাজের বার্তা রয়েছে যে সমস্ত ছবির কাহিনিতে, শুধু সেগুলোতেই এখন থেকে অভিনয় করবেন বরুণ। সম্প্রতি 'বদ্রিনাথ কি দুলহানিয়া' ছবিতে অভিনয় করেছেন বরুণ ধাওয়ান। বক্সঅফিসে রীতিমতো ভালো ব্যবসা করেছে ছবিটি। মূল ভূমিকায় বরুণের সঙ্গে অভিনয় করেন আলিয়া ভাট। এই ছবিতে নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার বার্তা ছিল। ছবিটি সাফল্য পাওয়ার পর থেকেই এমন ঘরানার ছবিতে আগ্রহী হয়েছেন বরুণ।

তরুণ এই নায়ক বলেছেন, 'বিনোদনের উদ্দেশ্যে নির্মিত ছবিতেই অভিনয় করা আমার মূল লক্ষ্য। তবে আমি আমার ছবির মাধ্যমে সমাজের উন্নতির জন্য বার্তা দিতে চাই। আমার ছবিতে এমন কিছু রাখতে চাই, যা দর্শক সিনেমা হল থেকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন এবং বিষয়টি নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবেন।' বদ্রিনাথের সাফল্যের পর এই মুহূর্তে বাবা ডেভিড ধাওয়ানের পরিচালনায় 'জুড়ুয়া ২' ছবির কাজে ব্যস্ত আছেন বরুণ। এছাড়াও হাতে আছে 'পিকু' ছবির নির্মাতা সুজিত সরকারের একটি ছবি। সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, খুব ঠান্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তেই সিনেমা হাতে নিচ্ছেন বরুণ।

ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। রূপকথার রানি। এখনও সিনেমার পর্দায় তাঁর মুখ ফুটে উঠলে দর্শকরা হাঁ করে দেখেন। এই কদিন আগেই ৭০তম কান চলচ্চিত্র উৎসব রেড কার্পেটে হাঁটলেন তিনি। যেন একাই মাতিয়ে রাখার পণ করেছেন রাই সুন্দরী। দুবাইয়ের ডিজাইনার মিশেল টিনকোর তৈরি পাউডার ব্লু বল গাউনে গ্ল্যামারের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করেছেন ঐশ্বর্য।

ডিজাইনার মনীশ মলহোত্র থেকে রীতু বেরি, নিখিল মেহরা সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন ঐশ্বর্যের পোশাক, মেকআপ আর স্টাইলিংয়ের। সকলে এক কথায় স্বীকার করেছিলেন এ বার কান-এ ঐশ্বর্য একদম পারফেক্ট। কিন্তু এই রূপকথার পিছনে আসল কারিগর কে? প্রকাশ্যে এল সেই তথ্য।

তিনি আস্থা শর্মা। আস্থাই ঐশ্বর্যের অফিসিয়াল স্টাইলিস্ট। রাই সুন্দরীর গ্ল্যামারাস লুককে নিজের প্রতিটি ছোঁয়ায় ম্যাজিক্যাল করে তুলতে কসুর করেন না আস্থা। কান-এ ঐশ্বর্যের লুক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। প্রতি বছরের মতো এ-বছরও পোশাক, লুক নিয়ে ভাবনাচিন্তা কম হয়নি। আস্থা জানালেন, মার্চে তিনি মিশেল টিনকোর শো দেখেছিলেন। তখনই ওই ব্লু বল গাউনটি পছন্দ হয়েছিল তাঁর। মুহূর্তে ঐশ্বর্যের জন্য ফাইনাল করেন পোশাকটি। তবে কান-এর সাফল্যের কৃতিত্ব একা নিতে চান না আস্থা। তাঁর মতে, 'এটা একটা টিম ওয়ার্ক। গোটা ব্যাপারটার প্রতিটি ধাপে অনেকে যুক্ত। ফিটিংস, মেকআপ নিয়ে বহু বার ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে।' ল'রিয়েল-এর গোটা মেকআপ টিমও তাঁদের সঙ্গে ছিল বলে জানিয়েছেন আস্থা।

টিভি দেখার নয়া ফান্ডা

এখন ইন্টারনেটের যুগ। হাতের মুঠোয় এই পরিষেবা এখন সকলের কাছে রয়েছে। তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ওয়েব সিরিজ জেন ওয়াইয়ের কাছে থিন ইন হয়ে উঠেছে। তেমনই কিছু অনলাইন সিরিজের কথা তুলে ধরলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

বয়গিরি: বালাজির একটি জনপ্রিয় সিরিজের নাম 'বয়গিরি'। ভারতের পুরুষদের নিয়েই তৈরি এই সিরিজটি। হট হাঙ্ক, ভীতু, গ্ল্যামারাস রবি এই কয়েকটি চরিত্রের ওপর ফোকাস করেই সিরিজটি বানানো হয়েছে। প্রতিটি এপিসোড অন্য ধরনের এবং খুবই হাসির।

গেহরিয়া: ভূতের গল্প কে না ভালোবাসে। এই ধরনের গল্প সবার কাছে একটা খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। তাই তো এই ধরনের রসদকে মাথায় রেখে ভূতের ওয়েব সিরিজও তৈরি হয়েছে। অনলাইনে ভয় পেতে বিক্রম ভাটের নতুন ওয়েব সিরিজ 'গেহরিয়া' এখন হিটলিস্টে বলা যেতে পারে।

বেওয়াফা সি ওয়াফা: ভালোবাসার এক অন্য ধরনের গল্প। যেখানে সুমন এবং মেঘনা গভীর ভালোবাসার জালে জড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে একটি খুনের ঘটনা ঘটে। দুটি গল্প একসঙ্গে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এই সিরিজে।

দেব ডিডি: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প দেবদাস অবলম্বনে তৈরি 'দেব ডিডি' ওয়েব সিরিজটি। তবে এবার দেবদাসকে একবারে নতুন ছাঁচে ফেলে নতুন রূপে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। সিরিজের মূল চরিত্রে রয়েছে দেবিকা। সে ব্রেকআপের পর ভেঙে পড়ে। এবার কী করবে সে বুঝতে উঠতে পারে না এখানে কী পরিণতি সেই উপন্যাসের মতো। নাহ্! পুরোটা বলা যাবে না। তার জন্য দেখতে হবে সিরিজটি।

সারাভাই ভার্সেস সারাভাই-টেক ২: 'সারাভাই ভার্সেস সারভাই'-এর কথা মনে আছে সকলের। সেই সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে হটস্টার অ্যাপে। পুরনো সারাভাইয়ের চরিত্রগুলো প্রায় একরকম রয়েছে। তার সঙ্গে আরও কিছু নতুন চরিত্র যুক্ত হয়েছে টেক ২-তে। যেমন মনীষা এবং সাহিলের ছেলে অর্ণব একেবারে খুদে চরিত্র। অন্যদিকে মনীষা, সাহিল, রোশেস, ইন্দরবর্মন, দুষ্মন্ত চরিত্রগুলো আরও প্রাণময় হয়ে উঠেছে। দুটি এপিসোড রিলিজও হয়ে গেছে।

গার্ল ইন দ্য সিটি ২: জনপ্রিয় সিরিজ 'গার্ল ইন দ্য সিটি'র দ্বিতীয় ভাগও অনলাইনে রিলিজ হয়ে গেছে। বিন্দাস-এর এই জনপ্রিয় সিরিজে মীরা আবার নিজের জীবনের মূলস্রোতে ফেরার চেষ্টা করছে। আবার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। এই সিরিজের মাধ্যমে মীরার গতে বাঁধা জীবনের ছক বদলে গেছে। সিরিজের গ্ল্যামার অনেক বেড়েছে।

নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টা করি: ব্র্যাড পিট

সারপ্রাইজ ভিজিট বোধহয় একেই বলে। কেউ জানতেই পারলেন না ভারতে ঘুরে গেলেন হলিউডি অভিনেতা ব্র্যাড পিট। সম্প্রতি ডার্ক কমেডি 'ওয়ার মেশিন' মুক্তি পেল নেটফ্লিক্সে। আর তারই প্রোমোশনে এলেন হলিউডি এই তারকা। শুধু কি তাই? একই মঞ্চে বসে কিং খানের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সিনেমার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেরে ফেললেন আলোচনাও। যার মাধ্যমে উঠে এল অনেক কিছুই। ফাইট ক্লাব, সিগনেচার স্টাইল কিংবা ফিল্মমেকিং সবকিছু নিয়ে খোলামেলা ছিলেন ব্র্যাড। প্রোমোশনের ফাঁকে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে প্রায়োরিটাইজ করতে শিখে গেছেন। সবকিছুর মধ্যে নিজের জন্য সময় বের করাটা খুবই জরুরি একটা কাজ। আর আজ তিনি সেই কাজ শিখে গিয়েছেন। তিনি এ-ও জানালেন, অভিনেতাদের বড় সমস্যা হল পরিবার। কিন্তু পরিবারের লোকেদের জন্য সময় বের করার ট্রিকস তিনি শিখে নিয়েছেন। তাছাড়া তিনি এ-ও বিশ্বাস করেন কাজ আর পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। সবটাই নিজে কীভাবে মেনটেইন করছেন তার উপর নির্ভর করে। কথা বলার সময় এই তারকাকে খুবই নিশ্চিন্ত মনে হয়। তাঁর সিনেমার কেরিয়ার নিয়ে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর খুব স্বাভাবিকভাবেই দিয়ে গেলেন হলিউডি এই অভিনেতা। তিনি আরও বলেন, বলিউডে কাজ করাটা তাঁর স্বপ্নই থেকে যাবে। কারণ তিনি নাচতে পারেন না। এর উত্তরে কিং খান অবশ্য হেসেই জবাব দেন যে তিনি খালি হাতটাই ছড়িয়ে দেন। এটাই তাঁর একটা স্টেপ। কথা চালাচালির মাধ্যমে শাহরুখ ব্র্যাড পিটকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ারের রহস্যটা কী? উত্তরে অভিনেতা জানান, তিনি প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। যাতে অতীতের ভুলগুলো শুধরে নেওয়া যায়।

সুজয়ের 'অনুকূল'-এ রোবট পরমব্রত

আবারও এক শর্টফিল্ম দিয়ে বাঙালিদের মন জয় করতে আসছেন পরিচালক সুজয় ঘোষ। 'কাহানি' খ্যাত সুজয় ২০১৫ সালেই 'অহল্যা' বলে একটি শর্ট ফিল্ম করেছিলেন যা সমাদৃত হয়েছিল সব মহলেই। 'কাহানি ২' বক্সঅফিসে তেমন কামাল দেখাতে পারেনি। তাই হয়তো আবার শর্টফিল্মের কাছেই ফিরেছেন সুজয়। 'অহল্যা' ছবিটি দেখে অনেকেরই সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কুর একটি গল্পের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। এবার কিন্তু সরাসরি সত্যজিতের ছোটগল্প থেকেই ছবিটি বানাতে চলেছেন তিনি। সত্যজিতের ছোটগল্প 'অনুকূল' অবলম্বনে শর্ট ফিল্ম তৈরি করতে চলেছেন এই খবর রটেছিল বেশ কয়েক মাস আগেই। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করার কথা ছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাতি রণদীপ বোসের। কিন্তু তার আগেই ভয়ংকর বাইক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। অগত্যা রণদীপকে বাদ দিয়েই ভাবতে শুরু করেন সুজয়। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন জিশু ও আবিরকে রাখবেন। কিন্তু শেষমেশ তা হল না। অবশেষে সিনে এলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।

গল্পটি হল, এক মাঝবয়সি ব্যবসায়ী নিকুঞ্জবাবু চৌরঙ্গি রোবট সাপ্লাই কর্পোরেশন থেকে একটি ২২-২৩ বছরের রোবট চাকর ভাড়া নিয়ে আসেন। তার নামই 'অনুকূল'। রোবট হলেও দেখতে অবিকল এক মানুষের মতো। যে 'তুই' শব্দটা বা গায়ে হাত তোলা বরদাস্ত করে না। চাকরের কাজও ঠিকঠাকই করত সে। এবার বাড়িতে আসেন নিকুঞ্জবাবুর সেজোকাকা নিবারণ বাড়ুজ্যে। তিনি পছন্দ করতেন না অনুকূলকে। নিবারণবাবুর মৃত্যু হয় শক খেয়ে। এখন সেই গল্পের জন্য রোবট চরিত্রে ভাবা হয়েছিল রণদীপকে। তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেও রাজি ছিলেন সুজয়। কিন্তু তারপরেও রণদীপ সুস্থ না হওয়ায় পরমব্রতকে সেই চরিত্রে নিলেন পরিচালক। তবে গল্পের চরিত্রগুলোর বয়স বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন সুজয়। এই ছবিতে থাকছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, সৌরভ শুক্লা ও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। শুরু হয়ে গিয়েছে শ্যুটিং। এর আগেও সুজয়ের 'কাহানি'তে অভিনয় করেছেন পরমব্রত।

Just রিলোড
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১৬ জুন ২০১৭

CINEMA রিভিউ

কঠিন বাস্তবকে তুলে ধরেছেন ‘স্বপ্ন শিশির’-এর পরিচালক

বর্তমানে সমাজ নানান সমস্যায় জর্জরিত। প্রতিনিয়ত মানুষকে নানা রকম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। হয়তো কেউ সেই সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুঁজে সেই সমস্যা থেকে বেড়িয়ে আসেন, আবার কেউ সেই সমস্যার মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েন। যেমন জড়িয়ে পড়েছে সুমন। অল্প বয়সের ছেলে। জীবন নিয়ে সবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। একরকম ঝোঁকে পড়েই তার রাজনৈতিক দলে নাম লেখানো। সেটাই সুমনের জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায়। এক দাঙ্গায় ভুলবশত সুমনের ছোঁড়া গুলিতে আহত হন এক পুলিশ অফিসার। আর তারপরই গল্পের মোড় বদলায়। প্রাণে বাঁচতে সুমনকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়। তার নতুন ঠিকানা হয় পুরুলিয়ার পিরেরগড়িয়া গ্রাম। সেখানে এক নিম্নবিত্ত পরিবারে নিজের পরিচয় গোপন করে আশ্রয় নিতে হয় তাকে। সেখানে সে নিজেকে ফিল্ম ডিরেক্টর হিসাবে পরিচয় দেয়।

এরপর আস্তে আস্তে পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হতে থাকে। হওয়াটাই স্বাভাবিক কলকাতা থেকে ডিরেক্টর গেছেন তাঁর সিনেমার লোকেশন দেখতে। সবাই বেশ মান্যি করছেন। পরিবারের বড় মেয়ে আরতি তার সিনেমায় নায়িকা হওয়ার খুব সখ। তাই ফিল্ম ডিরেক্টরের প্রতি তাঁর আগ্রহটাও বেশি। কোনও ভাবে সেই ডিরেক্টরকে ধরে যদি পর্দায় একবার মুখ দেখানো যায়। এদিকে যত দিন যাচ্ছে সুমনের ভিতরে ভয়ের মাত্রা বাড়ছে। কারণ সে জানে সে বিশাল জালে জড়িয়ে পড়েছে। বলা যেতে পারে চক্রব্যুহের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। একদিকে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা আর একদিকে আরতির প্রতি তার ভালো লাগা তৈরি হওয়া। দু’জনেই ক্রমশ একে অপরের কাছাকাছি আসতে শুরু করে। এই সবকিছু নিয়েই যখন সুমন একেবারে জেরবার তখনই সেই গ্রামে ছৌ নাচের পালা হয়। সুমন, আরতি আর তার ছোট ভাইকে নিয়ে ‘অভিমন্যু পালা বধ’ দেখতে যায়। সেইখানেই ঘটে যায় এক ঘটনা। কোথাও গিয়ে সুমন যেন পালার অভিমন্যুর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে থাকে। আর তারপর। সেটাই তো আসল ট্যুইস্ট।

সিনেমায় খুব সুন্দরভাবে যুব সমাজের সমস্যাগুলোকে ধরেছেন ডিরেক্টর গোপাল বোস। এরজন্য স্টোরি এবং স্ক্রিপ্ট রাইটার শিবানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রশংসা দাবি রাখেন। সিনেমায় নামী শিল্পী না থাকলেও প্রত্যেকেই নিজের চরিত্র খুব সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছবিতে নায়ক অর্থাৎ সুমনের চরিত্রে অভিনয় করেছে ‘মিরাক্কেল’খ্যাত ভিকি। এখানে ভিকিকে একটি ভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে। নায়িকার ভূমিকায় সৌমি ঘোষ। প্রথম বড়পর্দায় কাজ করলেও কাজের নিপুণতায় তা বোঝার উপায় নেই। এক কথায় প্রত্যেকেই নিজের চরিত্র খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

তথাকথিত কর্পোরেট ধাঁচের সিনেমা না হলেও গল্পটা অসাধারণ বলা যায়। কোনও রকম মশলা না থাকলেও সিনেমাটা দেখতে বসলে লোকে ভাববে। ছবিতে খুব সুন্দর গ্রামের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। পুকুর, ধানের গোলা, উঠোন, তুলসী মঞ্চ। এখনকার সিনেমায় এইরকম দৃশ্য সচারচর দেখা যায় না। পরিচালক এখানেই অন্যদের থেকে আলাদা অথচ সাধারণভাবেই দর্শকের মনে জায়গা করে নিতে চেয়েছেন।

আরও একটা কথা না বললেই নয়, খুব সহজভাবে কঠিন বাস্তবকে এই সিনেমার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও কল্যাণ সেন বরাটের সংগীত পরিচালনা এক কথায় অনবদ্য।

রেশমি চন্দ্র

CINEMA স্টার টক

নিজের লাইফকে এক্সপ্লোর করতে চাই

বড় বড় ছবির নায়িকা ছিলেন তিনি। মাঝখানে অনেকটা সময় বিরতি নিয়ে ফের সিলভার স্ক্রিনে। তাও আবার ‘ডিয়ার মায়া’র মতো অন্যধারার ছবির হাত ধরে কামব্যাক। হ্যাঁ, ক্যানসারজয়ী অভিনেত্রী মনীষা কৈরালা তিনি। এক অন্য ঘরানার ছবিতে অভিনয় দিয়ে আবার শুরু করছেন কাজ। এই বিষয়ে অভিনেত্রী জানান, ছবির গল্পটা তাঁর বেশ পছন্দের। ছবিটা যেভাবে তৈরি হবে তা দেখার পর দর্শকের কোনওরকম অভিযোগ থাকার কথাই নয়। তিনি যে-চরিত্রে অভিনয় করছেন তা তাঁর বরাবরই প্রিয়। শুধু তাই নয়, চিত্রনাট্যের যে অংশে রহস্য রয়েছে সেটাও তাঁর খুবই পছন্দের। তবে যাই বলুন আর তাই বলুন শাহরুখ কিংবা আমিরের বিপরীতেই তাঁকে বরাবর মানায়। ‘দিল সে’ কিংবা ‘মন’-এর মতো সুপারহিট ছবি আজও আট থেকে আশি সকলের খুব প্রিয় সিনেমা। তবে অনেকটা সময় বিরতি নিয়ে থাকার পর এগুলো তাঁকে আর ভাবায় না। তিনি বলেন, ‘দিল সে’ বা ‘মন’-এর মতো ছবি নিয়ে দর্শকেরা আজও কেমন মাতামাতি করেন তা তিনি জানেন। তা তাঁর ভালোই লাগে। তবে কিং খান কিংবা আমির কারওর সঙ্গে যোগাযোগ এত বছরেও তাঁর ছিন্ন হয়নি। আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে তাঁদের সঙ্গে। শাহরুখ এমন একজন মানুষ যখনই শুটিং ফ্লোরে থাকত তাঁকে সে গাইড করত। তাঁর কোথাও কোনও ভুল হলে তাঁকে সজাগ করার কাজটাও করতেন বাদশা। তবে অভিনেত্রী নিজের লাইফকে এখন এক্সপ্লোর করতে চান। তিনি মনে করেন আগে জীবনে যা ঘটেছে এখনও তাই ঘটলে জীবন থেমে যেতে পারে। কিন্তু তিনি তা চান না। তিনি চান জীবন নিজের গতিময়তায় বয়ে চলুক। তাই ‘ডিয়ার মায়া’র মতো ছবি নিয়ে তিনি অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী। এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে জোর গলায় বলতে পারেন এই ছবি দেখলে শাহরুখ বা আমিরকে মিস করার কোনও জায়গা থাকবে না।

ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েও হারিয়ে যাননি অভিনেত্রী। সুস্থ হওয়ার কথা নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন তিনি। সেই দিনগুলো এখনও তাঁকে নাড়া দেয় বলে জানান মনীষা। একসময় তিনি ভয়ংকর অসুস্থ ছিলেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মন খারাপ করে থাকতেন। হতাশায় ডুবে গিয়েছিলেন। আবার এটাও একটা সময় মনে হয়েছিল তাঁর জীবনের কত সুন্দর মুহূর্ত তিনি উপভোগ করছেন। তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তাঁর মনে হয় এক সময় জীবন কত সুন্দর। তখনই বাঁচার তাগিদটা বেড়ে যায়। জীবনকে আরও এক্সপ্লোর করার হাতছানি আসতে থাকে তাঁর মনের মধ্যে। তাই ‘ডিয়ার মায়া’র মতো ছবি বেছে নিলেন বলে জানান মনীষা। আর এই ছবিতে কলকাতা রয়েছে। কলকাতা তাঁর কাছে বরাবর একটা প্রিয় জায়গা বলে জানান তিনি। ছোটবেলা থেকেই কলকাতার সঙ্গে জীবন জুড়ে গেছে তাঁর। দিদার কথা বার বার মনে পড়ে। তাঁর দিদা বলতেন, কলকাতার অলিতেগলিতে আছে গান আর সংস্কৃতি। তখন তিনি বুঝতেন না এর মানে। তবে এখন বোঝেন। এখন মনে হয় কলকাতায় কাটানো দিনগুলোতে ফিরে যাওয়ার কথা। কলকাতা নামটা এলেই প্রথমেই মনে পড়ে ঋতুপর্ণ ঘোষের কথা। ‘ডিয়ার মায়া’ ছবিতে তাঁর যে লুক আছে সেখানে খুব বেশি মেকআপ করার প্রশ্নই নেই। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন তিনি নো মেকআপ লুকে ক্যামেরার সামনে আসতে ঘাবড়াতেন। এক্ষেত্রে ঋতুপর্ণ ঘোষও তাই চাইতেন। ‘খেলা’ করার সময় সরষে মাছ খাওয়া শিখলেন। মিষ্টি দই, কলকাতার রসগোল্লা, সন্দেশ এত বেশি খেতে লাগলেন যে পুরো নেশা হয়ে গেল। কলকাতায় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আছে। এলেই এদিক-সেদিক ঘুরে করে ফেলেন শপিং। আর এই শহরের সঙ্গে সবসময় আত্মিক যোগাযোগ অনুভব করেন মনীষা। ‘ডিয়ার মায়া’র সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন অনুপম রায়। অনুপমের সঙ্গে কাজ করে বেশ মজা লেগেছে তাঁর। তিনি বলেন অনুপমের মতো ব্রিলিয়ান্ট গায়ক তিনি আগে দেখেননি। গান নিয়ে অদ্ভুত এক মুনসিয়ানা অনুপমের রয়েছে তা মনীষাকে বেশ নাড়া দিয়েছে।

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১৬ জুন ২০১৭

exclusive

আড্ডা *with* টিম 'স্বপ্ন শিশির'

গত ৯ জুন মুক্তি পেয়েছে পরিচালক গোপাল বসুর ফিচার ফিল্ম 'স্বপ্ন শিশির'। কম বাজেটের ছবি হলেও ছবিটির কনসেপ্ট এককথায় অসাধারণ। সমাজের কঠিন বাস্তবকে বলতে আমরা প্রত্যেকেই এখন যে সমস্ত সমস্যার মধ্যে থেকে যাচ্ছি তার চিত্রটাকেই তুলে ধরা হয়েছে এই সিনেমার মাধ্যমে। বিশেষ করে তরুণ সমাজ কীভাবে সমাজের নানারকম বেড়াজালের মধ্যে জড়িয়ে পরে তার বাস্তবচিত্রই আমরা দেখতে পেয়েছি স্বপ্ন শিশির-এর মাধ্যমে। মুক্তি পাওয়ার পর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। সকলের কাছ থেকেই ভালো রকম ফিড ব্যাক পাওয়া যাচ্ছে। ভালো ফল হবে সেটাই সকলে আশা করেছিলেন। কারণ প্রত্যেকেই খুব খেটে সিনেমাটা তৈরি করেছেন। জাস্ট বিনোদন-এর কো-অর্ডিনেটর শর্মিলার সঙ্গে আড্ডা দিলেন টিম 'স্বপ্ন শিশির'। আড্ডার আলোচনায় উঠে এলো 'স্বপ্ন শিশির'-এর নানা কথা।

গোপাল বসু (ডিরেক্টর): প্রথমেই একটা কথা বলব সিনেমাটা নিয়ে প্রত্যেকেই খুব ভাবনা-চিন্তা করেছি। প্রত্যেকেই খুব পরিশ্রম করেছে। এখানে বেশিরভাগই নতুন। কিন্তু প্রত্যেকেই খুব ভালো অভিনয় করেছে। অভিনয় দেখে বোঝার ক্ষমতা নেই এটা ওদের প্রথম কাজ। নায়কের ভূমিকায় ভিকি বেশ ভালোই অভিনয় করেছে।

ভিকি (ছবির নায়ক)**:** গোপালদা এরজন্য তোমার কাছে এবং টিমের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রত্যেকে আমাকে খুব সাপোর্ট করেছে, সিনিয়র অ্যাক্টররা বলেন এবং লিখেছেন যারা স্ট্যান্ড আপ কমেডি করতে পারে তারা যে কোনও অভিনয়ের ক্ষেত্রে সাবলীল হয়। এটাও আমার নিজের অভিনয় ক্ষমতাটা প্রকাশ করার ছোট্ট একটা প্রয়াস মাত্র। সাম্প্রতিক কালে তরুণ প্রজন্মকে যে সমস্ত সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সেটাই সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

গোপাল বসু: ছবিতে নায়িকাও বেশ ভালো অভিনয় করেছে। কী আরতি থুরি সৌমি সেটে করেছ।

গোপাল বসু: শুধু সাপোর্ট করলেই তো হয় না, নিজের মধ্যে অভিনয়ের ক্ষমতা থাকে চাই। মিরাক্কেলে তুমি যেভাবে অভিনয় করেছ তাতে তোমার উপর আমার ভরসা ছিল। চরিত্রটাও খুব চ্যালেঞ্জিং চরিত্র।

ভিকি: গোপালদা আমার কাছে সব চরিত্রই খুব চ্যালেঞ্জের। মিরাক্কেল যখন করতাম তখন কমেডিটাকে খুব চ্যালেঞ্জ নিয়ে করতাম। এরপর যখন এখানে কাজ করার অফার পেলাম তখন খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু সেটা প্রকাশ করিনি। আমার সেটা আসে না। তবে একটা ভালো লাগা ছিল। তখন থেকেই ভেবেছিলাম চরিত্রটা ভালো ভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে।

শর্মিলা: কমেডি শো আর সিনেমার পর্দায় অভিনয়ের মধ্যে কতটা পার্থক্য?

ভিকি: দুটো কাজের মধ্যে তো বিস্তর ফারাক রয়েছে। কমেডি করাটা অনেক বেশি কঠিন। ভালো করে করতে পারলে জাজদের কাছ থেকে ভালো কমেন্ট পাওয়া যায়। সিনিয়র অ্যাক্টরদের থেকেও ভালো ফিডব্যাক পাওয়া যায়। এখানে একটা কথা বলতে খুব ইচ্ছে তো ভিকির সঙ্গে খুব খুনসুটি চলত সেগুলো একটু বলো।

সৌমি (ছবির নায়িকা)**:** গোপালদা ভালো হচ্ছে না কিন্তু। তবে আমি যেটা বলব সেটা হচ্ছে এই ছবিতে কাজ করে আমার খুব ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে। গোপালদা থেকে শুরু করে প্রত্যেকে আমায় হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছে। বিশেষ করে ছবির ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর কমল রায় এবং তাপসী রায়ের কাছে আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। ছবিতে যে পুরুলিয়ার ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা সুন্দরভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন তাপসী রায়। তিনি না থাকলে এত ভালো ভাবে পুরুলিয়ার ভাষা হয়তো বলতেই পারব না।

ভিকি: একদমই তাই। ওঁরা না থাকলে হয়তো ছবিটা হতো না। আমাদের বেশির ভাগ শ্যুটিং হয়েছে পুরুলিয়ায়। তাই পুরুলিয়ার ভাষাটা রপ্ত করাটা খুব দরকার ছিল। আর সেটা আমরা করতে পেরেছি তাপসী রায়ের জন্য।

সৌমি: আর একটা কথা বলতেই হবে সেটা হল...

ভিকি: আমি জানি তুমি কী বলবে। সত্যি কথাটা না বললেই নয়, জানেন ছবিটা হয়তো গরমকালে রিলিজ করছে কিন্তু কনকনে ঠান্ডায় প্রায় ৮-৯ ডিগ্রি বা তারও কম বললেও ভুল হবে না, এরকম অবস্থায় আমাদের গরমকালের অ্যাম্বিয়েনসে শ্যুট করতে হয়েছে। পাতলা পাঞ্জাবি পড়ে, ঘাম মোছার দৃশ্য করেছি। শীতে কাঁপছি কিন্তু ক্যামেরার সামনে প্রকাশ করতে পারছি না। এরকম অভিজ্ঞতা সকলেরই হয়েছে। তবে ব্যাপারটাতে বেশ মজাও লেগেছে।

গোপাল বসু: শুটিং চলাকালীন ভিকিকে একদিন বকা খেতে হয়েছে।

শর্মিলা: কেন কী হয়েছিল?

ভিকি: আসলে সেদিন আমার একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতাও হয়েছে। একদিন কল্যাণীতে আমার একটা নাটকের শো ছিল। পরদিন ভোর সাড়ে ছ'টার ট্রেন ধরে আমার পুরুলিয়ায় পৌঁছনোর কথা। যথারীতি আমি ট্রেন মিস করি। তারপর কিছুটা বাসে করে গিয়ে তারপর একটা গাড়ি হায়ার করে পুরুলিয়ার ঢুকি। সেখান থেকে প্রোডাকশনের গাড়ি আমায় স্পটে নিয়ে যায়। সেদিন আমি সময়ের দাম বুঝেছিলাম। সেটে গিয়ে বকা খেয়েছি ঠিক কথা, তার সঙ্গে অনেক কিছু শিখেওছি।

গোপাল বসু: ছবিতে নায়কের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন লেখিকা কঙ্কাবতী দত্ত। তাঁর আরও একটি পরিচয় হল কঙ্কাবতী প্রখ্যাত লেখক বুদ্ধদেব বসুর নাতনি। নিজের চরিত্রটা বেশ ভালোই ফুটিয়ে তুলেছে কঙ্কাবতী।

শর্মিলা: ছবিতে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা কীরকম?

কঙ্কাবতী দত্ত: এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমার একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সেটা হল একটা বিখ্যাত লেখা ছিল চার্লি চ্যাপলিনের উপর বুদ্ধদেব বসুর, সেখানে লেখা হয়েছে চলচ্চিত্র আর সাহিত্য এই দুটোর মিল কোথায় আর অমিল কোথায়। সত্যজিৎ রায়ও এই নিয়ে একাধিকবার লিখেছেন আর বলেছেন যে দুটো শিল্প কোথাও গিয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তো সেখানে লিখছেন চলচ্চিত্রে প্রকাশ করার মাধ্যম হচ্ছে সংলাপ কিন্তু যেহেতু আমরা মুখে পরস্পরকে যে কথাগুলো বলি সেগুলো তো সব সময় আমাদের মনের কথা হয় না। হয়তো কখনও ভদ্রতার খাতিরে কিছু মেকি কথা। সুতরাং বলা যায় সংলাপ নির্ভর হচ্ছে নাটক বা চলচিত্র। কিন্তু সাহিত্যে আমরা পুরো মাত্রায় মনের গহনের কথাগুলো পাই। আমি যেহেতু লেখালিখি করি। আর এই প্রথমবার সিনেমার পর্দায় কাজ করলাম তাই এই দুটোর পার্থক্য খুব ভালো ভাবে বুঝতে পারলাম। গল্পটা তো খুবই সমসাময়িক। ভীষণ ভালো।

গোপাল বসু: আমি আরও একজনের কথা বলতে চাই আরতির দাদুর চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছেন গৌতম শঙ্কর। তিনিও খুব সুন্দর অভিনয় করেছেন।

গৌতম শঙ্কর: গোপালদা এটা সকলের মিলিত প্রচেষ্টা। এত সুন্দর একটা গল্প আর তুমি প্রতিটা দৃশ্য এত সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছ যে অভিনয় করতে কখনও অসুবিধা হয়নি। আর যে গ্রামে শুটিং হয়েছে সেখানকার গ্রামবাসীরাও খুব ভালো। আমাদের তো ওরা নিজের ঘরের লোক বানিয়ে ফেলেছিল। আরও একটা কথা বলতে চাই ছবিটা ১০৯ মিনিটের কিন্তু দর্শক ওই সময়ের মধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারবেন না। প্রতিটা মুহূর্তে সাসপেনস, ইমোশন সবকিছু রয়েছে। ছবিটাতে গ্রামের দৃশ্য থাকলেও প্রত্যেকে ছবির চরিত্রদের সঙ্গে নিজেদের রিলেট করতে পারবেন।

গোপাল বসু: গল্পটা সকলেই ভালো বলছে এরজন্য শিবানন্দ মুখোপাধ্যায়কে (স্টোরি ও স্ক্রিপ্ট রাইটার) আমি স্পেশাল থ্যাংকস জানাতে চাই।

শর্মিলা: শিবানন্দদা এই রকম একটা গল্প মাথায় এল কীভাবে?

শিবানন্দ মুখোপাধ্যায়: এখন চারিদিকে যা পরিস্থিতি তাতে যাঁরা ক্রিয়েটিভ কাজ করেন তাঁদের নতুন কিছু করতে হবে। এখানে আজকের যুব সমাজের যা সমস্যা সেটাকেই তুলে ধরা হয়েছে। হয়তো এটা নতুন নয়, তবুও এখানে আলাদা বা নতুনত্ব কিছু রয়েছে। আমার কোথাও মনে হয় এখানে যে সমস্যাটা দেখানো হয়েছে সেটা শুধু যুব সমাজের নয়, সকলের। গোটা বিশ্বের সকলেই বোধ হয় একই সমস্যার সম্মুখীন। এখানে একটি দৃশ্য রয়েছে যেখানে ছবির নায়ক টিভিতে দেখছে সিরিয়াতে অ্যাটাক হয়েছে। এর মাধ্যমে যেটা দেখাতে চাওয়া হয়েছে যে মানুষ যাবে কোথায়?

শর্মিলা: ছবিতে ছৌ নাচ, মাঝি নাচ এগুলো রাখার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা ঠিক কতটা?

শিবানন্দ মুখোপাধ্যায়: পুরুলিয়ার পুরনো যে ঐতিহ্য ছৌ নাচ সেটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। সেই হারিয়ে যাওয়া শিল্পটাকে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া ছৌ নাচের পালার সঙ্গে ছবির নায়ক সুমনের জীবনের ঘটনার কিছুটা মিল রয়েছে। অর্থাৎ দুটোকে রিলেট করা হয়েছে বলতে পারেন। ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে।

শর্মিলা: আমাদের আড্ডায় পেয়েছি বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক কল্যাণ সেন বরাটকে। যিনি এই ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছেন।

কল্যাণদা ছবিটা তো একটু অন্যরকম, এই রকম একটা ছবিতে সংগীত পরিচালনার কাজ করে কী মনে হয়েছে?

কল্যাণ সেন বরাট: প্রথমেই বলব এই ছবিতে কাজ করে খুব মজা পেয়েছি। কারণ এখানে অরিজিন্যাল গানগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রামের মানুষরাই গেয়েছেন। এককথায় এই ছবিতে ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। সমসাময়িক সমস্যাকে ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

শর্মিলা: ছবিতে সম্পাদনার কাজ করেছেন তাপস চক্রবর্তী।

তাপসবাবু তথাকথিত কর্পোরেট সিনেমা এটা নয়, কোনও রকম চাকচিক্য নেই। তবুও এই ছবির সম্পাদনার কাজ করে আপনার কেমন লেগেছে?

তাপস চক্রবর্তী: এখানে ছবির গল্পটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গল্পটায় খুব বেশি রকম মশলা না থাকলেও গল্পটা মানুষের মনে দাগ কাটবে এটুকু বলতে পারি। ছবির প্রয়োজনে যেরকম লোকেশন বা যা কিছু প্রয়োজন সবটাই রাখা হয়েছে। প্রত্যেকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছে। প্রত্যেকেই ছবিটাকে নেই আশাবাদী।

গোপাল বসু: আমি আরও একটা কথা বলব, সিনেমাটা করতে গিয়ে সিনেমার ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর কমল রায় এবং তাঁর স্ত্রী তাপসী রায় অনেক হেল্প করেছেন। ওঁরা ছিলেন বলেই হয়তো কাজটা সকলে মিলে খুব সহজভাবেই করতে পেরেছি। তাপসীদি সকলকে খুব সুন্দর ভাবে পুরুলিয়ার ভাষা শিখিয়ে দিয়েছেন। এই সহযোগিতাগুলো না পেলে কাজ করাটা খুব কঠিন হয়ে যেত।

শর্মিলা: 'জাস্ট বিনোদন'-এর পক্ষ থেকে টিম 'স্বপ্ন শিশির'কে অনেক শুভেচ্ছা।

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১৬ জুন ২০১৭

রোনাল্ডোর নতুন গার্লফ্রেন্ড

পৃথিবী রসাতলে যাক। মেসি জেলে যাক বা না যাক। সেসব নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। রোনাল্ডোর জীবনটা ফুটবল এবং মেয়েতে ভরা। কত মেয়ে এসেছে তাঁর জীবনে, কত মেয়ে চলেও গিয়েছে, কিন্তু রোনাল্ডোর ফুটবলের গতি এবং নতুন গার্লফ্রেন্ড বানানোতে কোনও প্রভাব পড়েনি।

ফের প্রেমে পড়েছেন সিআরসেভেন। এবার কোনও লুকোছাপা নেই। সরাসরি জানিয়ে দিলেন নতুন প্রেমের কথা। কে সেই লাস্যময়ী? প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন নতুন প্রেমিকার ছবিও।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনাদের নামটা জানতে খুব ইচ্ছে করছে? রোনাল্ডোর নয়া প্রেমিকার নাম জর্জিনা রডরিগেজ। প্রথম দেখা হওয়ার প্রায় এক বছর পরে তাঁরা নিজেদের সম্পর্কের কথা ইনস্টাগ্রামে খোলসা করেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, হালকা হলুদ রঙের পোশাক পরে জর্জিনা রোনাল্ডোর কোলে বসে আছেন। পর্তুগিজ এই ফুটবল তারকার মুখেও খেলে গেছে একটা হালকা হাসি।

জানা গেছে, গত বছর জুন মাসে মাদ্রিদের একটি দোকানে জর্জিনার সঙ্গে দেখা হয় রোনাল্ডোর। ফুটবল তারকা তখন নিজের জন্য কিছু পোশাক কিনছিলেন। তখনই চোখে চোখে আলাপ হয় এই দুই যুগলের। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে FIFA পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও জর্জিনাকে রোনাল্ডোর সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। সঙ্গে অবশ্য রোনাল্ডোর ছ'বছরের ছেলেও ছিল।

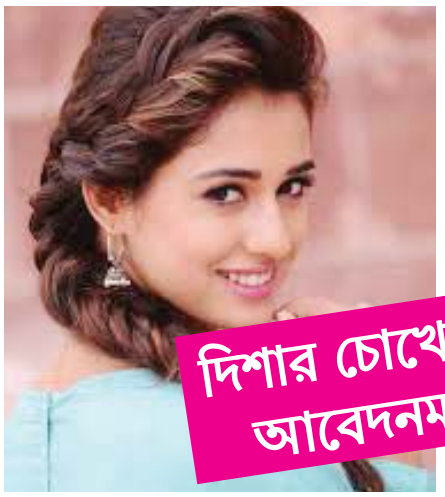

দিশার চোখে সবথেকে আবেদনময় ধোনি

বলিউডে এখন হট নায়িকা দিশা পাটনি। মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিক, 'এমএস ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি'র পর দিশা পাটনিকে এখন সবাই চেনেন। এই মুহূর্তে তাঁকে বলিউডের 'হটেস্ট' অভিনেত্রীর তকমা দেওয়া হচ্ছে। দিশার ফ্যানের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে ইনস্টাগ্রামে। তাঁকে বলিউডের অন্যতম ভালোবাসার পাত্র বলা যেতেই পারে। তাঁর যে কোনও ছবি এখন লক্ষ লক্ষ 'লাইক' আদায় করেও নেয়। সোশ্যাল সাইটে ফ্যানরা দিশাকে নিয়ে নানা পেজ তৈরি করেছেন।

'এমএস ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি'র প্রচারের সময় বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার দেন দিশা পাটনি। সেখানে একটি সাক্ষাৎকারে ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে পয়েন্ট দেন এই বলিউড সুন্দরী। বেশিরভাগ তারকাই এই বিষয়ে সবাইকে তুষ্ট রাখতে 'সেফ গেম' খেলে বেরিয়ে যান। তবে দিশা নিজের সেই সাক্ষাৎকারে বেশ খোলামেলা উত্তর দেন। মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, যুবরাজ সিং, রবীন্দ্র জাদেজা কতটা আবেদনময়, তা নিয়ে ১০-এর মধ্যে নম্বর দেন তিনি। সবাইকে কম দিয়ে ধোনিকে ১০-এ ১০ দেন দিশা।

বিনোদনের দুনিয়ায় আক্রম-শোয়েব?

ভারতীয় ক্রিকেটারদের তো বিজ্ঞাপনে দেখেছেন। তবে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বিজ্ঞাপন ভারতে খুব একটা বিখ্যাত হয়েছে বলে মনে হয় না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য পাকিস্তানের একটি টিভি চ্যানেল ওয়াসিম আক্রম এবং শোয়েব আখতারকে নিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিল। এই দু'জনের জুটি ২২ গজে ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে অনেক তাবড় ব্যাটসম্যানের। ক্রিকেটে 'রিভার্স স্যুইং'-এর জনক বলা হয় প্রথম জনকে। অন্য জন বিখ্যাত তাঁর বোলিং অ্যাকশন এবং ভয়ংকর গতির জন্য।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর এবার কি তাহলে দু'জনে অভিনয় জগতে পা রাখলেন? ভারতের সঙ্গে এই দুই পাক ক্রিকেটারের সম্পর্ক বরাবরই খুব ভালো। বলিউডের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা অনেক আগেই জানিয়েছিলেন শোয়েব আখতার। আর ওয়াসিম আক্রমের গ্ল্যামার ও সৌন্দর্য কোনও বলিউড নায়কের চেয়ে কিছু কম নয়।

পাকিস্তানের একটি রিয়েলিটি গেম শো-এ দেখা যাবে আক্রম-শোয়েব জুটিকে। শো-এর নাম 'জিও খেলো পাকিস্তান'। ইতিমধ্যেই এই শো-এর প্রোমোশনাল ভিডিওগুলি মন জয় করে নিয়েছে লক্ষ লক্ষ দর্শকের। পাকিস্তানের এই দুই প্রাক্তন পেসার কৌতুক অভিনেতা হিসাবেও বেশ নজর কেড়েছেন এই ভিডিওগুলির দৌলতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় 'জিও খেলো পাকিস্তান'-এর প্রোমোশনাল ভিডিওগুলি রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। তবে শোয়েব এবং আক্রমের দ্বিতীয় ভিডিওটি দেখার পর অনেকে তাঁদের নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। বলেছেন এটা নাকি ১৯৯৯ বিশ্বকাপের ফাইনালের থেকেও খারাপ।

মদ খেয়ে হাঁটতে পারছেন না টাইগার

মত্ত জীবন পালন করতে করতে এ কোথায় পৌঁছলেন টাইগার উডস? রাস্তা দিয়ে বেসামাল অবস্থায় চলছেন কিংবদন্তি গলফার। তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ। সোজা হয়ে হাঁটার ক্ষমতা নেই। পুলিশকর্মী তাঁকে সাদা দাগ বরাবর পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে বলছেন। কিন্তু, টালমাটাল টাইগার কোনওভাবেই এগোতে পারছেন না। পুলিশ কর্মীটি তাঁকে দেখিয়ে দিলেন, কী ভাবে হাঁটতে হবে। কিন্তু, তার পরেও টাইগার একই রকম।

পুলিশকর্মীরা তাঁকে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুনতে বললেন। কিন্তু, সেই নির্দেশও শুনতে ভুল করেন টাইগার। পুলিশের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, তাঁকে শেষ থেকে জাতীয় সংগীত গাইতে বলা হয়েছে। এর পরেই গ্রেফতার করা হয় ওই গলফারকে।

তবে, এই ঘটনা একটা জিনিস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সেটা পুলিশের ভূমিকা। নিয়ম ভাঙার কারণে সেখানকার পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তা এ-দেশে বিরল। যিনি নিয়ম ভাঙছেন, তিনি সাধারণ নাগরিক নাকি সেলিব্রিটি তা বিচার্য বিষয় হয় না। টাইগারকে গ্রেফতারের ঘটনা তা বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু, এ-দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তেমনটা হয় না। সম্প্রতি এই শহরেই বেপরোয়া গাড়ি চালানোর সময় বিক্রম চট্টোপাধ্যায় নামে এক অভিনেতার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। অভিযোগ ওঠে, তিনি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ওই ঘটনায় সোনিকা সিংহ চৌহান নামে এক মডেলের মৃত্যু হয়। তিনি ওই গাড়ির সামনের আসনে বসেছিলেন। কিন্তু, পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে ঢিলেমির অভিযোগ ওঠে। কিন্তু মদ খেয়ে গাড়ি চালানোয় রেয়াত পেলেন না টাইগার উডস।

মেসির পর কর ফাঁকি ডি'মারিয়ার

ক'দিন আগেই কর ফাঁকি দেওয়া নিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন মেসি। এবার কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে এখন আলোচনায় প্যারিস সেন্ট জার্মেঁইনের (পিএসজি) তারকা ফুটবলার এঞ্জেল ডি মারিয়া ও জাবিয়ের পাস্তোরে। অভিযোগের তদন্তকারী একটি দল ক্লাবের সদর দফতর ও দুই খেলোয়াড়ের বাসভবনে তল্লাশি চালিয়েছে।

ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি লিখিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা আমাদের দুই খেলোয়াড়কে সব কাগজপত্র তদন্তকারী কমিটিকে দিতে বলেছি। এছাড়া আমরাও আমাদের সাধ্যমতো সাহায্য করব। আশা করি, সমর্থকরা আমাদের সঙ্গে থাকবে।' ক্লাবের একটি সূত্র জানিয়েছে, মার্কেটিং ও ইমেজ স্বত্ব থেকে অর্জিত অর্থের তথ্য গোপনের বিষয়ে ডি মারিয়া ও পাস্তোরের বিরুদ্ধে এই তদন্ত শুরু হয়েছে।

Just বিনোদন

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১৬ জুন ২০১৭

পরের বছর কাকে দলে রাখবে কেকেআর?

এবারের আইপিএল তো শেষ। ১১তম আইপিএল-এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও এক বছর। পরের বছর কে কেমন দল তৈরি করবে তা নিয়ে এখন থেকেই ভাবা শুরু হয়ে গিয়েছে। ফের নতুন করে সব দলের ক্রিকেটারদের নিলামে তুলে বড় দাম হাঁকিয়ে দলে টেনে নেবে টিম ফ্র্যাঞ্চাইজিরা। এমনকী নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি চাইলে বিড ফর্ম জমা দিতে পারবে, আইপিএলের জন্য। কলকাতা নাইট রাইডার্স পরের বছর কাকে কাকে দলে রাখবে? খুব কম জনকেই দলে রাখতে পারবে। কিন্তু, কাকে রাখবে দলে। কাকেই-বা ছেড়ে দেবে নিলামের জন্য? শোনা যাচ্ছে, একাদশতম আইপিএলে টিম কেকেআর নতুন দলে পুরনো কয়েকজনকে রেখে দেবে। সেক্ষেত্রে তাদের প্রথম পছন্দ অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর। পাশাপাশি দলে সুনীল নারিনকেও রাখতে চাইছে তারা। সম্ভব হলে আইপিএল দশে দারুণ পারফরম্যান্স করা আরও তিনজন ক্রিকেটারকে পরের মরসুমে দলে রাখার জোর চেষ্টা চালাবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবার দেখে নেওয়া যাক সেই পাঁচ ক্রিকেটারকে, যাঁদের পরের আইপিএলেও দলে রাখতে চাইবে শাহরুখের নাইট রাইডার্স।

সুনীল নারিন: ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই স্পিনারকে ২০১২ সালে দলে নেয় কেকেআর। সুযোগ পেয়ে এক মরসুমে ২৪টি উইকেট তুলে সবাইকে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এবারের আইপিএলে অবশ্য বল হাতে সেভাবে নিজের জাত চেনাতে পারেননি নারিন। তবে ব্যাট হাতে দলকে এবারের প্রতিযোগিতায় দারুণভাবে পুষিয়ে দিয়েছেন নারিন। সব মিলিয়ে

২২৪ রান করার পাশাপাশি ওপেনিংয়ে ব্যাট করতে নেমে বেশ কয়েকটি ম্যাচে দারুণ শুরু করে দলের আত্মবিশ্বাস কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। তাকে রাখতেই চাইবে কেকেআর।

ক্রিস লিন: যে দু'বার টিম কলকাতা আইপিএলের খেতাব জিতেছিল, সেবারেও দলে ছিলেন ক্রিস লিন। এবারের আইপিএলে প্রথম থেকে দলে সুযোগ পেয়ে অস্ট্রেলিয়ার এই মারকুটে ব্যাটসম্যানটি ক্রিজে রীতিমতো ঝড় তোলা শুরু করে দিলেন। প্রথম ম্যাচে গুজরাত লায়ন্সের বিরুদ্ধে রাজকোটে ৪১ বলে বিস্ফোরক ৯৩ রান করে রাতারাতি লাইমলাইটে চলে আসেন লিন। লিনের মতো ম্যাচ উইনার ক্রিকেটারকে নিশ্চিতভাবে পেতে চাইবে নাইটরা।

কুলদীপ যাদব: বাঁ-হাতি চায়নাম্যান স্পেশালিস্ট কুলদীপ যাদব। ভবিষ্যতে টিম কেকেআর-এর কাছে তিনি কিন্তু অমূল্য সম্পদ হয়ে দাঁড়াতে পারেন। ঘরোয়া ক্রিকেটের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অসাধারণ পারফরম্যান্স করে যেভাবে তিনি এগিয়ে আসছেন, ভবিষ্যতে এই বাঁ-হাতি স্পিনারটি ভারতীয় দলের প্রধান বোলারের জায়গা নিতে পারেন বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। কুলদীপের কাছ থেকে আরও ভালো কিছু পেতে চাইবে কেকেআর।

মনীশ পান্ডে: মিডল অর্ডারে দলের স্বার্থে ধারাবাহিকভাবে খেলে যাওয়ার ব্যাপারে এই মুহূর্তে কেকেআর-এর কাছে মনীশ পাণ্ডের চেয়ে ভালো কোনও বিকল্প ক্রিকেটার নেই। কর্নাটকের এই ডানহাতি ব্যাটসম্যানটি সেই ২০১৪ সাল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে নজরকাড়া ক্রিকেট খেলে চলেছেন।

গৌতম গম্ভীর: কলকাতা নাইট রাইডার্সের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক হলেন গৌতম গম্ভীর। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের এত দাপাদাপির পিছনে অবশ্য রয়েছে গম্ভীরেরই হাত। তাঁর কাধে ভর করে দু'বার আইপিএল খেতাব জিতেছে দল। স্বাভাবিকভাবে তাঁকে ছাড়া পরের মরসুমে নতুন করে দল গঠনের ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করবে না কেকেআর টিম ফ্র্যাঞ্চাইজি।

অবসর নিলেন 'রোমান সম্রাট'

অবশেষে ফুটবল থেকে অবসরটা নিয়েই ফেললেন। জল্পনা চলছিল অনেকদিন ধরেই। এবার সেটা বলেই দিলেন 'কিং অব রোম'। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। তোত্তির কথা বলা হচ্ছে। এ এস রোমায় তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। ২৭ বছর কাটিয়ে ফেলেছেন ইতালিয়ান ক্লাবটিতে। এই দুই যুগের বেশি সময়ে কত উত্থান-পতন দেখেছে ফুটবল বিশ্ব। কিন্তু ফ্রান্সেসকো তোত্তির প্রতি সমর্থকদের ভালোবাসা রয়ে গিয়েছে আগের মতোই। কিন্তু, সকলকেই কোনও না কোনও সময় থামতে হয়। তাই এই মরসুমের শেষেই বুটজোড়া তুলে রাখছেন রোমান সম্রাট।

ইতালির ফুটবলের একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইতালির রোমে যখন কোনও শিশু জন্ম নেয় তখন তার সামনে দুটি পথ খোলা থাকে। হয় সে লাল হবে অথবা নীল। নীল হচ্ছে লাজিও এবং লাল হচ্ছে এ এস রোমা। কিন্তু তোত্তির পরিবারে এরকম কোনও সুযোগই নেই। তাদের সমস্ত সত্তা জুড়ে একটি ক্লাবের প্রতিই ভালোবাসা— সেটা রোমা। তাঁর দাদা ছিলেন রোমার অন্ধভক্ত। পরিবারকে তিনি খুব বেশি কিছু দিতে না পারলেও একটি জিনিস দিতে পেরেছিলেন। সেটা হল রোমার প্রতি প্রেম। রোমা তাদের কাছে শুধু একটা ক্লাব না, এটা অস্তিত্বেরই একটা অংশ। সেই ১৯৯৩ রোমার হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলেন তিনি, এরপর থেকে রোমার ইতিহাস পুরোটাই তোত্তিময়। একে একে পার করেছেন ২৭টি বছর। জিতেছেন ২০০৬ বিশ্বকাপও। সিরি এ'তে রোমার হয়ে করেছেন ২৫০-র বেশি গোল, যা তাঁকে বানিয়েছে ইতালিয়ান লিগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। পেছনে ফেলেছেন বাজ্জিও, দেল পিয়েরো এবং বাতিস্তুতার মতো কিংবদন্তিদের। খেলোয়াড় জীবনে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়েছেন, তবু কখনও রোমাকে ছেড়ে যাননি। রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবের আহ্বান উপেক্ষা করেছেন। ১৯৯৯ সালে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসেনের মতো কোচ তোত্তিকে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ক্লাব ছাড়েননি তিনি।

প্রশ্ন জাগতে পারে, কেরিয়ার শেষে তিনি কী পেয়েছেন? জবাব, অকুণ্ঠ ভালোবাসা। রোমায় তোত্তি একটি আবেগের নাম। একজন ব্যক্তি হয়েও তিনি এখন ক্লাবের প্রতীক। তিনি দেখিয়েছেন অর্থের চেয়েও বড় কিছু আছে সেটা হল লয়্যালিটি এবং ডেডিকেশন। রোমের প্রতিটা শিশু স্বপ্ন দেখে সে বড় হয়ে তোত্তির মতো হবে। গত দশক থেকে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়া একটি শহর নতুন করে লড়াই করার অনুপ্রেরণা পাচ্ছে তাঁকে দেখে। অনেকের কাছে এই 'গ্ল্যাডিয়েটর' বড় জুলিয়াস সিজারের চেয়েও।

কষ্ট করে জেতা অলিম্পিক পদক এখন ফেরত দিচ্ছেন অ্যাথলিটরা

অলিম্পিকে একটা পদক জিততে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। সেই পদক যদি খারাপ মানের হয়, তা হলে সেটা অ্যাথলিটদের কাছেও যেমন অসম্মানের, তেমন অলিম্পিক সংস্থার কাছেও খারাপ ব্যাপার। পদক জিততে গেলে অনেক পরিশ্রম করেন অ্যাথলিটরা। এবার সেই পদকই ফিরিয়ে দিতে চাইছেন ৮০ জন অ্যাথলিট। বাস্তবে কিন্তু এমনটাই ঘটেছে। আর ক্রীড়াবিদরা যে অভিযোগ করছেন, তা কিন্তু অলিম্পিকের মতো ঐতিহ্যশালী প্রতিযোগিতার পক্ষে খুব একটা সম্মানজনক নয়।

রিও অলিম্পিক শেষ হয়ে গিয়েছে অনেক দিন আগেই। প্রায় আশি জন মার্কিন অ্যাথলিট রিও অলিম্পিকে জেতা পদক এখন ফেরত দিচ্ছেন! কারণ এই ক'মাসের মধ্যেই সেই পদকগুলো বেহাল হয়ে গিয়েছে। কোনও পদক ভেঙে গিয়েছে। আবার কোনও পদকের রং চটে গিয়েছে। কিছু পদকের উপরে কালো ছোপ পড়েছে। সোনাজয়ী মার্কিন কুস্তিগির কাইল স্নাইডার, হেলেন মারৌলিস, বিচ ভলিবল তারকা কেরি ওয়ালস জেনিংস একই অভিযোগ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন নিজেদের দেশের অলিম্পিক সংস্থার কাছে।

জুন, জুলাই, আগস্ট
পুরো তিন মাস ধরে থাকবে
অসংখ্য ভ্রমণ-গাইড
প্রতি বুধবার
ছুটির ফাঁদে সাপ্লিতে

ছুটির ফাঁদে
Pujo Special
ট্রাভেল গাইড